একটি সত্যের সন্ধানে ইবুক

ঈশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে

সাদ্দাম হোসাইন

shottershondhane.com

ইবুক তৈরি শুভ্র ফয়সাল

ঈশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
সাদ্দাম হোসাইন

গ্রন্থস্বত্ব
সাদ্দাম হোসাইন
(অনুমতি ব্যতিরেকে
এই বই এর কোন অংশের মুদ্রণ করা যাবে না: তবে ইবুকটি বন্টন করা যাবে, ধন্যবাদ)

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০২০ ইংরেজি

ইবুক তৈরী
শুভ্র ফয়সাল

প্রচ্ছদ
শুভ্র ফয়সাল

সম্পাদনা
আঁদ্রিয়াঁন যোসেফ

প্রকাশক
সত্যের সন্ধানে

ইমেইল
info@shottershondhane.com

ওয়েব
www.shottershondhane.com
www.shottershondhane.org

মূল্য
ইবুকটি বিনামূল্যেবন্টন করা যাবে

উৎসর্গ

ননীবালার ক্ষনা

গৌরচন্দ্রিকা

আমাদের ক্ষুধার্ত পেটে অকল্পনীয় ক্ষুধা রেখেই হরদম কল্পিত ঈশ্বরের নাম নিয়ে মুখে ফেণা তুলে ফেলছি। অথচ কল্পিত ঈশ্বর আমাদের এই ক্ষুধা নিবারণ করতে পারবে কিনা তা আমাদের জানা নেই। ক্ষুধার আগুন জাহান্নামের আগুনের মত আমাদের পুড়িয়ে চলছে। আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে সবার ওপর চলে এই অত্যাচার। মৃত্যুর আগেই যে খোদা এই নির্মমতা থেকে মুক্ত করতে পারে না, মৃত্যুর পর সে কিছু দিতে পারে বলে বিশ্বাস করা কঠিন। আমরা যদিও বিশ্বাসের অতল সাগরে ডুবে ডুবে জল খেয়ে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত। আমরা প্রশ্ন করতে ভুলে গেছি। আমরা কেন বিচার করে দেখি না যে, ঈশ্বরের নামে আমরা প্রতারণার শিকার হচ্ছি কিনা।

বিচার করে দেখলে বোঝা যায়, আমাদের সাথে কল্পিত ঈশ্বরের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার সময় হয়েছে। এই ঈশ্বরের নামে ভণ্ডেরা সারাবিশ্বে তাদের স্বার্থের জয়গান গেয়ে গেল। ঈশ্বর অসহায় মানুষকে বৃথা আশ্বাস দেওয়া ছাড়া বড় কোনো কাজ করেনি। তাহলে ব্যাপারটা কি হল? প্রশ্ন করুন নিজেকে। আসুন এই কর্মকাণ্ডকে আমি প্রশ্নবিদ্ধ করি এবং সত্যের অনুসন্ধান করি।

ঈশ্বর দেখে না ধর্ষণ, দেখে না অবিচার। খুবই আশ্চর্য ব্যাপার । সব ক্ষমতা যার কাছে আছে সে এতটা দায়িত্ব-জ্ঞানহীন কেন? ধার্মিকরা ব্যাপারটা নিয়ে ভাববেন। গোলগোল কথা বলে নিজেকেই নিজে কত ফাঁকি দেবেন?

যে জগতে আমরা বাস করছি তাতে শান্তিতে দুই দণ্ড বসার সুযোগ নেই। চারিদিকে যে পাশবিকতা, প্রতারণা ও মিথ্যাচার চলছে তার বিরুদ্ধে সুকঠিন প্রতিবাদের দরকার। কিন্তু তার আগে বিচার করা দরকার এই জগতের পরিকল্পনাকারী ঈশ্বর নিশ্চয়ই বোকা কিংবা পাগল। এত কলহপ্রিয় হওয়া কিভাবে সম্ভব?

ধর্ম মানুষের কল্যাণের কথা বলে এবং প্রতিটি ধর্মের শুরুটা মানুষের মুক্তির লড়াই দিয়েই। কিন্তু কালের নিয়মে শোষিতের প্রতিবাদরূপী ধর্মকে গ্রাস করে শোষকেরা। তারপর থেকে ধর্মের সর্বেসর্বা তারাই। ছলে-বলে-কৌশলে তাদের আজ্ঞাবহ প্রতিনিধিদেরই বসিয়ে দেওয়া হয় খোদার সাথে মানুষের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে, যদিও এই মধ্যস্থতাকারীর কি দরকার ধর্মে তাই লাখ টাকার প্রশ্ন। প্রশ্ন যাই হোক উত্তর একটাই, নীতি-অনীতি-দুর্নীতি শাসক ও তার প্রতিনিধিদের অঙ্গুলী হেলনের উপরই নির্ভরশীল। তাদের ইচ্ছাই ধর্ম, অনিচ্ছাই অধর্ম। এই অনাচার আর কতদিন? ধর্ম ধর্মের জায়গায় থাকুক, গায়ের জোরে কেউ তাকে উচ্ছেদ করতে যাচ্ছেনা, যাবেনা। কিন্তু এই ধর্মের দালালদের উচ্ছেদ করা ছাড়া মানুষের বিন্দুমাত্র কল্যাণ সম্ভব নয়। সবই ঠিকাছে। কিন্তু ধর্মের কেন্দ্রে যে ঈশ্বর আছে সে-ই পুরো বেমানান। কারণ গোটা ব্যাপারটা আমাদের মাথায় থাকলেও তাঁর মাথায় নেই। সরল কোনও সমাধান সে বের করতে অক্ষম। তাহলে দেখা যাচ্ছে সমস্যা থেকেই যাচ্ছে।

আমার এই প্রয়াস জনগণের ঘুম ভাঙানোর প্রয়াস। যারা জেগে থেকে ঘুমায় তাদের ঘুম ভাঙানোর কিছুটা শক্ত কিন্তু অসম্ভব নয়। কবিতাগুলো ঘুম ভাঙানোর কবিতা আকারে পড়া দরকার। পড়া দরকার একটা জিজ্ঞাসা হিসেবে, ভাবনা হিসেবে । কিন্তু ক'জন সেভাবে পড়বে তা ভাবনার ব্যাপার। কারণ অনুভূতিকে খুব বেশি আঘাত লাগছে ইদানীং। চিকিৎসা দরকার!

ধন্যবাদ
সাদ্দাম হোসাইন

সূচিপত্র

- ঈশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
- ক্ষুধার্ত পেট
- হত্যাযজ্ঞে ঈশ্বর
- গঙ্গোত্রী
- আমি তোমার প্রেমিক হবো
- বিষাক্ত মানুষ
- অনন্ত পথের যাত্রী
- ঈশ্বরের বীভৎসতা
- সত্তার মৃত্যু
- কবিতার রঙে
- মাত্র পঞ্চাশ টাকা
- অব্যক্ত হতাশা
- ফিরে আসব
- পরিচয়
- কৃষ্ণচূড়া
- সুদর্শনের অপেক্ষায়
- তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে
- যদি একটিবার
- চুম্বন
- যদি এখানেই শেষ
- লোপাট
- নিরন্তর আক্ষেপ
- চেয়ে আছ কেন এভাবে
- আমি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেব
- কংক্রিট
- তুমি বিহঙ্গ
- অভিমান
- কবিতায় প্রজন্ম

#ঈশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে

এভাবে মাথা নিচু করে দাড়িয়ে আছো কেন ঈশ্বর,
লজ্জা হচ্ছে তোমার?
প্রশ্নের সম্মুখিন হতে চাও না?
যদি সেটা না পারো তবে কেন মিথ্যার বিভাজনের দেয়াল তৈরি করলে, পাপ এবং পুণ্যের নামে?
যেন ঈশ্বর আমি আমার জীবদ্দশায় কখনো তোমার পরিচয় দেইনি,
আমি সব সময় আমাকে প্রশ্ন করে গেছি।
লোকমুখে শুনেছি তোমার গুনো কীর্তন ।
আবার সেই লোক মুখেই ঠাট্টা বিদ্রুপে নষ্ট হতো তোমার শিল্পকর্ম।
তোমার উপরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল বহু মানুষ।

যখন তুমি দাবি করলে সমস্ত কিছু তোমার সৃষ্টি,
তখন সবকিছু তোমার পায়ের ধুলায় লুটে গেল।
তুমি যাকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিতে প্রস্তুত ছিলে,
আমিও আমার প্রশ্নবিদ্ধ মস্তিষ্ক দিয়ে তাদেরকে দালাল রূপে দেখেছি।
তোমার এত ক্ষমতা তুমি সর্বশক্তিমান রূপে হাজির হলে অথচ তোমার গুণকীর্তন না করলে তুমি তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবে বলে ভয় দেখাও।
তোমার এই সিলান বেশ্যার মত রূপ দেখে আমি বড্ড অট্টহাসিতে ব্যস্ত ছিলাম।
তখন হয়তো কিছুটা বিদ্রুপ রূপে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলে,
ঈশ্বর তুমি যা কল্পনা করেছ তা আমি আমার পায়ের ধুলায় পিষ্ট করে ফেলি।
ঈশ্বর একটু মাথা জাগাও তোমাকে কিছু প্রশ্ন করি,
মাথা নিচু করে দাড়িয়ে থাকবে না, খুব মেজাজ খারাপ হয় এগুলো দেখলে।

তুমি তো সৃষ্টিজগতের মালিক এমনটাই দাবি করেছিলে,
আবার এমনটাও দাবি করেছিলে সমস্ত অহংকার তোমার ভূষণ কিন্তু কেন ঈশ্বর?
উত্তর আছে তোমার কাছে?

ঈশ্বর তুমিতো দাবি করেছিলে পৃথিবীর সকল প্রাণীকে তুমি
অন্ন যোগান দাও।
অথচ ক্ষুধায় কাতরাতে কাতরাতে বিকলাঙ্গ হয়েছে বহু শিশু,
মৃতপ্রায় মানুষদেরকে কুকুর ছিড়ে ছিড়ে খেয়েছে সেগুলো চোখে পড়ে নাই তোমার?
ঈশ্বর মাথা নিচু করে দাড়িয়ে থাকবে না প্রশ্নের উত্তর দাও!
খুব মেজাজ খারাপ হয় কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে!

ঈশ্বর তুমিতো দাবি করেছ মানুষের সৃষ্টিকারী তুমি।
তাহলে কেন তুমি মানুষের মাঝে ধর্মীয় বেড়াজাল তৈরি করে একে অপরের প্রতি ঘৃণার দেয়াল সৃষ্টি করলে?
একজন আর একজনকে স্পর্শ করলে জাত চলে যাবে।
পুনরায় তওবা করে আবার ঈমান আনতে হবে।
এভাবে মানুষ মানুষের প্রতি অনৈতিক বিচার কেন স্থাপন করলে?

মানুষ যদি তোমার সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে তুমি কেন দ্বিচারিতা গ্রহণ করলে?

ঈশ্বর তোমার কি লজ্জা করে না?
ঈশ্বর তোমার কি সব সময় ভালো লেগেছিল বিভাজনের কেন্দ্রবিন্দুতে বসবাস করতে?

আর তখন কি তুমি শুয়োরের বাচ্চার মতো দাঁত কেলিয়ে হেসেছিলে?
ঈশ্বর মেজাজ বহুৎ খারাপ আছে প্রশ্নের উত্তর চেয়েছি, উত্তর দাও।
ঈশ্বর তুমি নিজেকে দাবি করেছ সর্বশক্তিমান!
অথচ তোমার প্রয়োজন হয় প্রতিক্ষেত্রে ধর্মীয় দালালের, তোমার কাল্পনিক
রূপকথা রচনার ক্ষেত্রে।

ঈশ্বর তুমি মিথ্যা দিয়ে শুরু করে, মিথ্যাকে সত্যি বলে জাহির করেছিলে এবং
যুগ যুগ ধরে সেটাকে সত্যের রূপে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করেছিলে।
সময়ের পরিবর্তনে মিথ্যাই সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
ঈশ্বর তোমার কি একবারও মনে হয়নি এই আমি কি করছি?
অকৃতজ্ঞের মত মাথা নিচু করে থাকবে না ঈশ্বর উত্তর চেয়েছি উত্তর দাও?
যদি আজ উত্তর না পাই তবে এসপার-ওসপার একটা কিছু করে ফেলবো, সৃষ্টি করবো
নতুনত্বের।

ঈশ্বর তুমি একই আঁধারের মধ্যে চন্দ্র আলোকে ভূকম্পিত করেছ, জাতিভেদ সৃষ্টি
করে কোথাও ক্ষুধার্ত রেখেছো কোথাও উৎসবের প্রাণঢালা উৎসাস নামিয়ে এনেছো।
তুমি আসলে নিজেই জানতে না কিসে তুমি খুশি হও কিসে তোমার উষ্ণ হৃদয়ে শীতল
আবহাওয়া নেমে আসতো।

প্রলয়, সৃষ্টি সবকিছুই তুমি শিশুর মতোই উপস্থাপন করেছ।
মানুষের বিভাজনে তুমি সবচেয়ে বেশি খুশি হতে, কখনো দোষ ঘাড়ে নাওনি,
নিকৃষ্টের রূপান্তর করেছে জন্ম থেকে জন্মান্তরে।
আর পাপ পুণ্য বন্টন করেছো মানুষের ঘরে ঘরে।

চোখের সামনে গঙ্গা যেমন অতিবাহিত হয়েছে
তুমিও দেখতে পেতে রক্তস্রোত কিভাবে বয়ে চলেছে কিন্তু কখনও প্রশ্নের
সম্মুখিন হতে চাওনি।
রক্ত নেশায় নিজেকে বিরক্ত করেছো হিংস্র জানোয়ারের মত।
ঈশ্বর তোমার কি লজ্জা করে না?
নাকি লজ্জার স্তর তোমার অহংকারের ভূষণে তলিয়ে গেছে।
এত যদি তোমার পুণ্যের দরকার হতো তাহলে পাপের মোহ দিয়ে পৃথিবীকে ঢেকে
রেখেছিলে কেন?

ঈশ্বর এখন তুমি পাপ পুণ্যের হিসাব চাচ্ছ!
নপুংসকের মতো হা করে চেয়ে থেকো না।
আমি দাঁড়িয়েছি তোমার সামনে তোমার অযাচিত পাপের ভান্ডার নিয়ে!
কি বিচার করবে তুমি তোমার থেকে বড় পাপী এখানে কেউ নেই।
তোমার শতভাগ পাপকে খন্ড-বিখন্ড করলে যা হবে তার অনু পরিমাণ পাপও আমাদের
নেই।
ঈশ্বর মাথা নিচু করে থেকো না প্রশ্নের উত্তর দাও।
আজ যদি উত্তর না পাই তবে ধুলিস্যাৎ করব সবকিছু,
সপাটে আঘাত করব তোমার আপদমস্তক!

#ক্ষুধার্ত পেট

হে আমার ক্ষুধার্ত পেট,
তুমি ঈশ্বরের নাম ধরে ডাকো
ঈশ্বর তোমাকে খাওয়াবে।

তোমার ভিতরে জ্বলে ওঠা ওই চিতায়
আমাকে পুড়িয়ে মেরো না।

তোমার স্বার্থের জন্য আমি বহুবার তোমায় নিবরণ করেছি
কিন্তু আর না,
তোমায় আমি এখন থেকে ছেড়ে দিলাম ঈশ্বরের খোশগল্পে।
তুমি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখো।

হে আমার ক্ষুধার্ত পেট,
তোমার চিতায় দগ্ধ করো তোমার বীভৎস ঈশ্বরকে।

আমার সাথে দূরত্ব হয়েছে বহু আগেই ঈশ্বরের।
সমস্ত কর্মকাণ্ডে আমি প্রশ্নবিদ্ধ করেছি।
আমি জেনেছি বহু কিছু, কিন্তু কোথাও দেখিনি
কারো অন্তরজ্বালা ক্ষুধায় ঈশ্বর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

হে আমার ক্ষুধার্ত পেট, তুমি ঈশ্বরের নাম ধরে ডাকো।
তুমিও অন্ধকারে,
ঈশ্বরও অন্ধকারে।

তোমার আর ঈশ্বরের মধ্যে কোন ফারাক নেই।
কারণ তুমি তোমার ঈশ্বরের মতই ক্ষুধায় কাতরাও ।

আমার চোখে কখনো, চোখ রাখার সাহস ঈশ্বরের নেই
আমি যে পৃথিবীতে বসবাস করি, ঈশ্বর মুক্ত পৃথিবী।

আমি যে বাতাসে নিশ্বাস ফেলি সেও আমার অনুকূলে।
আমি যে চোখ দিয়ে ঐ পৃথিবী দেখি
সেই চোখ আমার চোখে চোখাচোখি করে,
তোমার ঈশ্বর তখন লজ্জা পেয়ে প্রস্থান করে।

হে আমার ক্ষুধার্ত পেট তুমি
তোমার ঈশ্বরকে ডাকো,
দেখবে সেই ঈশ্বর প্রকোষ্ঠ কল্পিত আরশে অট্টহাসিতে ব্যস্ত থাকে।

তুমিও অবজ্ঞার পাথর ছুড়ে মারবে একদিন
ওই আরশের দিকে ক্ষুধার জ্বালায়, ক্ষুধার জ্বালায়।
আমি অতর্কিতে সহসায়
পরম শান্তিতে হাত বুলাবো আমার ঈশ্বরকে।
যার কোন ক্ষুধা নেই, যার কোন পণ্য নেই,
যার কোন প্রস্থান নেই।

যার দীপ্ততায় রঙিন হয়েছে আমার পৃথিবী,
আমিও সেই পৃথিবীর এক ঈশ্বর।

আমার কোন পিপাসা নেই
আমার কোনো পাপ-পুণ্যের স্তর নেই
আমাদের কোন কর্তৃত্ব নেই।

হে পৃথিবীর মানুষ চলে আসো,
তোমার পেটের ক্ষুধা কে ছুড়ে ফেলে দিয়ে।
তোমার নিন্দার মিথ্যার, স্তবকে দুমড়ে-মুচড়ে।

তোমার ঈশ্বরের মুখে ছুড়ে ফেলে দিয়ে
চলে এসো এই মুক্ত পৃথিবীর, মুক্ত দ্যুলোকে।

#হত্যা যজ্ঞে ঈশ্বর

তুমি আমার প্রেমিকাকে হত্যা করেছ।
এখনো সময় আছে আমার জিব্বা কেটে দাও,
তা নাহলে আমার মুখের মধ্যের বিষাক্ত লালা ছিটিয়ে তোমায় মেরে ফেলবো ঈশ্বর।

দূর্বার গতিতে ধেয়ে আসবে বিষাক্ত লাভা,
তোমায় আবরণ করবে বলে।
কারণ তুমি আমার প্রেমিকাকে হত্যা করেছ।
যার আঁচলে বাঁধা ছিল আমার সমস্ত মোহ,
তার অনুপুস্থিতিতে আমি মৃতপ্রায় হয়ে যেতাম,
ফিরে এসে আবার সুস্থ করত আমায়।

ঈশ্বর তুমি তাকে হত্যা করেছে,
তোমার নগ্ন লীলায় ভেসে গেছে সব।

তুমি কখনো চেয়ে দেখনি অশ্রুজলে বিসর্জিত বোবা কান্না।
তুমি কখনো চেয়ে দেখনি বেঁচে থাকার প্রয়াস
কারণ তুমি রক্তস্রোতকে বেশি ভালোবাসতে।
ঈশ্বর তুমি আমার প্রেমিকাকে হত্যা করেছ।

এত অহংকার কিসের তোমার ঈশ্বর?
এত নৃশংসতাকে তুমি আপন করে নাও?

শেষবার যখন আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম
ঠিক তখন আমাকে নিঃস্ব করে দিয়েছিল চাঁদ।
কিন্তু তুমি কতটা অধম সেই চাঁদকেও হত্যা করে ফেলেছ।
আমি মরে গেছি বহু আগেই ক্ষতবিক্ষত যন্ত্রণায় ঈশ্বর।

এখনো বেঁচে আছি প্রেমিকার মৃত্যু শোকে,
তোমাকে আহ্বান করে দেখিয়ে দেব তুমি কতটা নগ্ননির্লজ্জ।

আমার হাতের উপরে চলে গেছে একটি প্রাণ
আমি তার শেষনিঃশ্বাস দেখছি।
কিন্তু তুমি দেখনি ঈশ্বর মৃত্যু যন্ত্রণা কতটা ভয়াবহ!
আলিশান কেদারায় বসে নপুংসকের মত চেয়েছিল।
আমি তখন কিছু বলিনি কারণ আমি বহু আগেই জেনে গেছি তোমার ভয়াবহ উল্লাসের কথা।
তুমি আমার প্রেমিকাকে হত্যা করেছ ঈশ্বর।

মনে আছে তোমার ঈশ্বর, আজ থেকে চার হাজার বছর আগে
এক বাটপাড়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।
তখন তুমি আমাকে জন্ম দিয়ে ছিলে খুব অহংকার নিয়ে।
আজ তোমার অহংকার সব ধুলায় মিশে গেল হত্যাকারী রূপে।

আমি তখন থেকে এখন পর্যন্ত তোমায় দেখছি
বারবার ক্ষমা করেছি, তোমায় দয়া করেছি হাজার বার।
কিন্তু তুমি মিথ্যা শ্লোক বুঝিয়ে দিয়ে বেঁচে আছো বহুদিন।
আমিও তোমায় চিনে নিয়েছি ঈশ্বর।

তুমি এখন থেকে প্রশ্নবিদ্ধ হবে,
প্রতিদিন নিজেই নিজের চাবুকের কষাঘাতে নিজেকে রক্তপাত করবে আর ক্ষমা চাইবে
আমার পদতলে এসে,
আমি তোমার মৃত্যু যন্ত্রণা দেখে উল্লাস করবো
প্রলয় নৃত্যে নিজেকে সাজাবো প্রেমিকের রূপে,
কলঙ্কমুক্ত হবে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকুল।
আর আমার সেই হাসিতে উজ্জীবিত হবে আমার প্রেমিকা
দিগ্বিদিক ছুটে যাব এই গ্রহ থেকে ওই গ্রহে।
চোখের ইশারায় সৃষ্টি হবে মানবিক সভ্যতা।
আমি তখনও মানুষরূপে থাকবো কোন ঈশ্বর রূপে নয়।
বন্ধনে আবদ্ধ হব,
প্রেমের উচ্ছ্বাসে ভেসে যাবে কালের করাল গ্রাস।
ঈশ্বর তুমি আমার প্রেমিকাকে হত্যা করেছে।
তোমার ক্ষমা নেই ঈশ্বর,, তোমার ক্ষমা নেই

#গঙ্গোত্রী

চলে যাও তুমি এই বর্ষায়
অনেক তো হলো,
আবার না হয় দেখা হবে
অন্য কোন শ্রাবণের অন্ধকারে,
সমস্ত কিছু বদলে যাবে,
রয়ে যাবে অন্ধকার
রয়ে যাবে পৃথিবীর সমস্ত বিস্মৃতির একাকার।
মনে করে তুমি চলে যেও এই বর্ষায়।
অপেক্ষায় থাকবো, যুগ যুগান্তের অপেক্ষায়।

আমার চিরচেনা অন্ধকার জাপ্টে ধরেছে
আমার নিঃশ্বাস হতে বিষন্নের আভা
বিন্দু বিন্দু করে ঝরে পড়বে ঐ বর্ষায়।
তুমি চলে যেও, এই পৃথিবী তোমার নয়।

একটা কিছু হবে,
সমস্ত রং বদলে যাবে,
আঁধার ঘেরা পৃথিবী আবার শান্ত হবে।

তুমি সেদিন ডাকবে আমায় প্রেমের করুণ সুরে
তুমি সেদিন চুপ্টি করে থাকবে গোমরা মুখে
আমিও তোমার রাগ ভাঙাবো অট্টহাসি হেসে।

চলে যেও তুমি এই বর্ষায়, এই বর্ষায়।
তুমি না হয় একটু করে মনে রেখো আমায়
প্রেমের স্নিগ্ধতায় যদি, আলো দেয় তোমায়।

মনে আছে সেই বৃষ্টি ভেজার প্রথম দিনের কথা
গোমরা মুখে লুকিয়ে ছিলে আমার আঁচল তলায়
আমিও সেদিন দেখেছিলাম শিশুর মতন তুমি।

এত ভয় নিয়ে, এত প্রেম কিভাবে হয় তোমার?
যদি প্রেম থাকে তবে ছিনিয়ে নিতে আমায়।
দিশেহারা প্রেমিক তুমি আমিও ছিলাম বাস্তুহারা।
আমিও ছিলাম পরিচয় হীন গঙ্গোত্রী
অনেক তো হলো

এবার না হয় মনে করে চলে যেও এই বর্ষায়।

#আমি তোমার প্রেমিক হব

তোমাতেই হয়ে যাব বিভোর,
তোমার স্পর্শে নতুন করে ঘটবে আমার প্রাণের উচ্ছ্বাস।
তোমার প্রেমের শীতলাতাই শান্তির পরশ নিয়ে আসবে উস্কখুস্ক প্রেমিকের বুকে।
আমি তোমার প্রেমিক হবো
তোমার ওষ্ঠাগত স্পর্শের নতুন ভূমিকায় প্রাণের সঞ্চার ঘটায়। আমি তোমার প্রেমিক হবো।
তোমার প্রেম যাত্রায় সকল ধ্বংসের লীলা হব।
তুমি নিছক প্রশ্ন করবে কি চাও তুমি
আমি শুধুই তোমার প্রেমিক হবো।
তাহলে তোমার এত ধ্বংসলীলা কেন?
ধ্বংসের মাঝে প্রস্ফুটিত হয় না ফুল,
সেটা তুমি জানো না?
আমি জানি সব কিছুই জানি
তবুও তোমার প্রেমিক হবো।
এভাবে উদ্বাস্তুর মতো প্রেমিক হওয়া যায় না
এভাবে যাযাবরের মত প্রেমিক হওয়া যায় না।
এভাবে নিরন্তন নিষ্ঠুরের মত প্রেমিক হওয়া যায় না।
তারপরেও বলছি আমি প্রেমিক হবো,
তোমার সবকিছু থাকবে আমার হৃদয় বন্ধনে।
তোমাকে কেড়ে নেব আমি অতল গর্ভের পৃথিবী হয়ে।
কৃষ্ণ গহবরের মত ছিন্নভিন্ন করবো তোমার সবকিছু
তোমার এক একটি ধূলিকণা দিয়ে গড়ব নতুন সরস্বতী।

তুমি আমার দেবী,

যদি তুমি দেবী বল আমাকে তাহলে কেন ধ্বংস করতে চাও
যদি তুমি আমার ছায়া তলে থেকে পৃথিবীর নিঃশ্বাসের
আবরণে থাকতে চাও, পরেও তুমি আমায় ধ্বংস করবে।
মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তৈরি করতে চাও সরস্বতী।
আবার বলছ তুমি আমার প্রেমিক হবে।
হ্যাঁ আমি তোমার প্রেমিক হবো।
আমি তোমার অলকবন্ধনে লুকিয়ে যাব
অদৃশ্য হব বারংবার শুধু তোমার প্রেমের উষ্ণতায়।
তোমার প্রেম আর তোমার প্রেমের বহিরপ্রকাশ দুটোই পাগলের প্রলাপ ,
হ্যাঁ আমি পাগল পৃথিবীর মস্ত বড় পাগল।
শুধু আলিঙ্গনে ব্যাস্ত হই না তোমার সাথে
হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটায় দূর থেকে দেখে দেখে।
তারপরেও বলছি আমি তোমার প্রেমিক হবো।
তোমার স্পর্শে নতুন করে জন্ম নেব।
আমি তোমার প্রেমিক হবো
আমি তোমার প্রেমিক হবো
আমি তোমার প্রেমিক হবো।

#বিষাক্ত মানুষ

বাবা তার রক্ত বিক্রি করেও সন্তানের মুখে, এক
টুকরো রুটি তুলে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে পারছে না।
তিন রাস্তার মোড় উদ্বাস্তু শিবির হয়ে দাঁড়িয়েছে
উর্দিপরা সিপাহী তাদের দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকাচ্ছে- চোখে পড়ে না আপনাদের?

কুড়ি টাকা চুরির দায়ে পকেটমারকে কিলাতে কিলাতে রক্তাক্ত করছেন
অথচ, খুচরো রুটির দামে ব্যাংক ডাকাতি হচ্ছে
এটা চোখে পড়ে না আপনাদের?
তৃণমূল থেকেই সংসদ পর্যন্ত, কলরেডি তাহের মুজাহিদ, সবাই গারগেল করছে
ক্ষমতার লোভে সবাই সবার কক্ষপথে ঘুরছে
আর আপনাদের ঘোড়াচ্ছে দ্বিধাদ্বন্দ্বের চক্রাকারে
এগুলো চোখে পড়ে না আপনাদের?
দু'মুঠো ডাল ভাতে বাঁচার জন্য যখন
ঘুপচি ঘরে খ্যামটা বেশ্যাটা খোদ্দের ডাকছে...
রাতের আঁধারে তলঠাপ মেরে, সকালের মঞ্চে
সেই বেশ্যাকে গালি দেয়া নেতাদের
চোখে পড়ে না আপনাদের?

যখন একজন বোনকে বিকৃত যৌনাচার করা হয়
পরদিন তার লাশের সন্ধান মিলে বুড়িগঙ্গায়-
ধর্ষণের বিচার না পেয়ে বাবা এবং মেয়ের রেলের নিচে আত্মহত্যা করা, সেটাও
চোখে পড়ে না?
যখন এক মা বিকৃত যৌনচারিদের বিনয়ের সুরে বলে, তোমরা একজন একজন করে
আসো
নয়তো মেয়েটা মরে যাবে- সেটাও চোখে পড়ে না?

যখন একজন লেখককে তিন রাস্তার মোড়ে ফেলে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়!
যখন একজন বিজ্ঞান গবেষককে ভার্সিটির সামনে
জঙ্গীদের হামলায় রক্তাক্ত হতে হয়!
সেটাও চোখে পড়ে না আপনাদের?

স্বজনপ্রীতি করতে করতে মেধা বিকাশে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে
যোগ্য ব্যক্তিকে অযোগ্য হিসেবে গণ্য করছে
চোখে পড়ে না আপনাদের?
প্রতিনিয়ত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন
শেনাকুঞ্জো থেকে পল্টন ময়দান সব জায়গায় মুখরোচক মিথ্যা নিয়ে বসে আছে
যারা!
তাদের গাড়িতে ও রাষ্ট্রীয় কেতন উড়ছে-
চোখে পড়ে না আপনাদের?

এত কিছু দেখার পরেও যে চোখ অন্ধ হয়ে আছে
সেই চোখ উপড়ে ফেলে নিজেকে মুক্ত করুন
এই অনৈতিকতার দায়ভার থেকে-
মুক্ত করুন এই বিকৃত সমাজ ব্যবস্থা থেকে,
মুক্ত করুন প্রতিবন্ধী রাষ্ট্রযন্ত্রকে।

#আমি অনন্ত পথের যাত্রী,

আমি মুখোশের অন্তরালে এক গঙ্গোত্রী।
আমার প্রকৃতি যেমন নিগুড়, আমিও তেমন।

আমিও তেমন মুখোশের অন্তরালে রহস্যে ঘেরা।
আমি লোপাট করি সর্বস্ব, আমিও প্রশ্নের সম্মুখীন।

দ্বিধার জড়তা ভেঙ্গে যখন অট্টহাসিতে ব্যস্ত হই,
চোখের সামনে নিপুন দুঃখের বেড়াজাল গুলো খোসে পড়ে।
আমিও ভেঙে ফেলি সব, আমার সৃষ্টিকর্মের অভিশাপ।

বেঁচে আছো তোমরা, বেঁচে থাকবে?
কিন্তু কি লাভ!

আমিতো সর্বগ্রাসী, খেয়ে যাব একটা একটা করে,
আর নেচে যাব পাপ পূণ্য করে করে,
আমার ভুষনে পাপ লেপ্টে তৈরি হবে পূণ্যের পোশাক।

আমি চিৎকার করবো ক্ষুধার্তের ন্যায়,
আমি ধুলিস্যাৎ করব সমস্ত,
যেখানে একাকার হবে তোমার আমার সৃষ্টি।

তখন হয়তো মুখোশ উন্মোচন হবে,
তখন হয়তো বুঝে যাবো তুমিও যা আমিও তা,
কতটা বোকা বানিয়ে রাখলে এতদিন,
কতটা অসভ্যের মত ক্রীতদাস তৈরি করলে।
ঠিক তখনই;
ঘৃণার উদ্রেক থেকে থুতু ছেটাবে কেউ,

আমি আচমকা নিরুদ্দেশ হব পাহাড়সম মিথ্যা নিয়ে।

আমি অনন্ত পথের যাত্রী
আমি মুখোশের অন্তরালে এক গঙ্গোত্রী।

#ঈশ্বরের বীভৎস মৃত্যু

স্বার্থ জন্ম দেওয়া ঈশ্বরের বীভৎস মৃত্যু চাই,
আমি ঈশ্বরের লোভ দেখেছি,
আমি ঈশ্বরের বিকৃত মস্তিষ্কের প্রতিচ্ছবি দেখেছি,
আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি ঐই ঈশ্বরের যোগ্য লীলার নগ্ননৃত্য দেখে।

আমি তৃষ্ণার্ত হয়েছি,
ক্ষুদার্থ হয়েছি,
চোখের সামনে একটি মহাকাল ক্ষুধায় কাতরাতে কাতরাতে মারা যেতে দেখেছি,
শুধুমাত্র পুণ্যের আশায় এই হত্যাযজ্ঞের মেতেছে ঈশ্বর।

শুধু পুণ্যের হাহাকারে,
শুধু পুণ্যে মগ্ন হয়ে,
আমি ওই লোভী ঈশ্বরের বিভৎস মৃত্যু দেখতে চাই।

স্বার্থ জন্ম দেওয়া ঈশ্বরের বিভৎস মৃত্যু চাই,
পুণ্যের জোয়ারে গা এলিয়ে দেয়া বিদঘুটে
শয়তানের দরকার নাই।
আমরা মানুষ তাই মানুষ হিসেবে বাঁচতে চাই।
ঈশ্বর তোমার দিকে তাকিয়ে লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে
হাজারো মানুষ।

তোমার কৃতকর্মকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে, শুধু তোমার অযাচিত চাওয়া-পাওয়ার
কারণে।
ঈশ্বর তুমি যেমন শুদ্ধতা চাও,
এমনই তোমার উচিত নিজেকে শুদ্ধ করার।
তুমি পাপে পাপে জর্জরিত হয়েছো।
কারণ পাপ এবং পুণ্যের মাঝে তুমিই দেয়াল তৈরী করেছ।
সৃষ্টি করেছ নতুন প্রশ্নবোধক চিহ্নের।
তাই তোমার পাপে তোমাকেই জর্জরিত করছে কারণ
সৃষ্টিতত্ত্ব তোমার তুমি দাবি করলেও প্রশংসা পাওয়ার যোগ্যতা রাখোনি,
তোমার সৎ সাহস আমি কখনো দেখিনি,
তাই আমি তোমার বিভৎস মৃত্যু দেখতে চাই।

পুণ্যের মসনদে বসে মৃত্যুযন্ত্রণায় হাহাকার করবে ঈশ্বর,
আমি তখনই নিঃশ্বাস নেব, যখন কঙ্গো সুদানের শিশুগুলোর মুখে হাসি ফুটবে,
সিরিয়ার ধ্বংসযজ্ঞ থেকে ফুলের বাগান তৈরি হবে, থেমে যাবে ইয়েমেনের রক্তস্রোত।
আমি তখনই নিঃশ্বাস নেব, তখনই নিঃশ্বাস নিব।

যদি ঈশ্বর একটিবার তার পূণ্যতা চাওয়া থামিয়ে দেয়,
যেদিন ঈশ্বর পূন্যতাকে হিংসা মনে করে থুতু ছিটাবে।
সেদিনই পৃথিবী আলোকিত হবে পৃথি ঘিবীতে হাসি ফুটবে।
যদি এমনটা না হয় তবে আমি সেই ঈশ্বরের নৃশংস হত্যা দেখতে চাই।

#সত্তার মৃত্যু

আমার নিশ্চুপ হয়ে চলে যাওয়া এক অভূতপূর্ব ইতিহাসের রম্য-রচনা হবে, শুধু
শেষ অবলম্বন টুকু ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ রূপে উন্মোচন করে যাব,
শুধু তোমাদের যান্ত্রিক কোলাহল গুলোর বেগবান করে নতজানুর মত নিথর হয়ে পড়ে
থাকবো।
তখন হয়তো কেউ উল্লাসে ফেটে পড়বে কবির মৃত্যু হয়েছে।
মৃত্যু হয়েছে ভালোবাসার সেতুবন্ধনের।
বার্ধক্যে এসেও বুঝতে পারেনি যান্ত্রিক কোলাহলে ভালোবাসা বড়ই মূল্যহীন।
যেদিকে দুচোখ গিয়েছিল সে দিকেই শান্তির নিবির রূপে দেখতে চেয়েছিলাম
পৃথিবীর সমস্ত ভূখণ্ডকে।
ম্রিয়মান কোমল সৌন্দর্যে অংকন করতে চেয়েছিলাম সত্তার নিজস্ব
প্রতিচ্ছবিকে। সেখানেই ঘটেছিল ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

অনেকেই উল্লাস করবে কবির মৃত্যু হয়েছে।
অনেকেই বিকৃত কলমকে ক্ষুরধর শক্তি মনে করে নিজস্ব আলপনা আঁকতে গিয়ে
ভূপাতিত করে ফেলবে নিজস্ব সত্তাকে।
সেখানে আর যারেই জন্ম হোক ভালোবাসা অন্তত হবে না।
ভালোবাসার দৃষ্টিকোণ থেকে নিজস্ব ভূখণ্ড দেখতে পারবেনা।
পৃথিবীর জন্য কিছুই করতে পারবে না নপুংশুকের মত বলিষ্ঠ হওয়া
প্রেমহীন এই সাম্রাজ্যের মানুষগুলো।
হয়তো সেখানেই উপেক্ষা গ্রাস করে নেবে তাদের।
হয়তো সেদিন উল্লাসে ফেটে পড়বে কবির মৃত্যু হয়েছে,,,,,

নিষ্ফল আবেদন প্রস্তুত করে যাব তোমাদের জন্য যা থেকে তোমরা ভালোবাসার উর্বর
একটু স্নিগ্ধ হাহাকারের সুবাস লুটে নিতে পারো, বিসর্জন সবকিছু ধোঁয়ায় মিশিয়ে
দিয়ে ফুসফুসের নিকোটিন অনবরত মৃত্যুর অবিচল দিন গুনে ছিল, সন্দেহের অগোচরে
লুকিয়ে বেঁচে থাকার তাগিদ করছে যারা ,তাদের হৃদয়ের প্রশান্তি কখনোই আসবেনা। এ
যেন মৃত্যুর ধোঁয়াটে মূর্ছনায় নৃত্য সাজে।
অনেকেই উল্লাসে ফেটে পড়বে কবির মৃত্যু হয়েছে।
আর তখনই,,,,
সেই নৃত্যের ধোঁয়াটে মূর্ছনায় মৃত্যু সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়বে নগরীর
সমস্ত কোলাহল।
কোথাও যাওয়ার আর উপায় ছিল না আমার, তাই নিথররতা এবং একাকীত্ব আপন করে
নিয়েছি এটা শুধুমাত্র একটু বাঁচার তাগিদে।

প্রেমানুভুতির সঞ্চারে নির্লিপ্ততা গ্রহণ করে নিয়েছি কারণ এটাই আমার
অহংকার ছিল মাত্র।

তাই অবহেলা কে শুকনো উষ্ণ আবহাওয়ায় পরিণত করেছিলাম
এই প্রেমহীন শহরের কোলাহলের ভিড়ে।
অনেকেই উল্লাসে ফেটে পড়বে কবির মৃত্যু হয়েছে
কবির মৃত্যু হয়েছে,

#কবিতার রঙে

কবিতার রঙে সদ্য জন্মে নিয়েছে একটি শিশু,
তার নাম স্বস্রোত অগ্নিবীণা।
তাকে বোঝাতে হবে এই পৃথিবীর সকল হিল্লোল আঁচড়ে পড়ার অপেক্ষায়,

এখনই তার উপক্রমণিকা, এখনই তার স্নিগ্ধ নিঃশ্বাসের প্রাণবন্ততা।
সমস্ত অস্ফুটধ্বনির ব্যথাকে মুছে দেয়ার সময়,
তাই কবিতার রঙে সদ্য জন্ম নিয়েছে একটি শিশু।

সমস্ত প্রবঞ্চনা ক্ষনপ্রভার ন্যায় ধুলিস্যাৎ হবে,
সমস্ত অন্ধকার লুটিয়ে যাবে পদতলে,
নিকষ কালো ব্যাথার ব্যাথিত প্রভাব
হারিয়ে যাবে পৃথিবীর অতল গর্ভে।
আর সেখানেই জন্ম নিবে একটি কৃষ্ণগহ্বরের,
কবিতার রঙের সদ্য জন্ম নিয়েছে একটি শিশু।

হে পৃথিবীর মানুষ ছুটে আসো এই আলোকিত ভুবনে
যেখানে শুধু প্রেম আর ভালোবাসার গুঞ্জন,
আলোকিত নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করছে
কোমল মূর্ছনায় মুক্ত হৃদয় গুলো।

তবুও সর্বগ্রাসীর মত কেড়ে নিতে চায় এই ভূখন্ড।
কল্পিত স্রষ্টার হিংসা যোগ্য থেকে বাঁচাও এই পৃথিবী কে।

বাঁচাও এই পৃথিবীর সমস্ত নিঃশ্বাসগুলো কে
আর তখনই ক্ষনপ্রভার মত জ্বলে ওঠবে
সদ্য জন্ম নেয়া সেই শিশুটি,,
যার পদতলে হাজারো অসুর মৃত্যু হতে পারে,,,
যার চাহনিতে ভয়ার্ত ঈশ্বরগুলো পালিয়ে বেড়াবে
ফেরারীর মত,

সদ্য জন্ম নিয়েছে একটি শিশু কবিতার রঙে,
কবিতার রঙে,,,,,,।

#মাত্র পঞ্চাশ টাকা

পৃথিবীর অন্ধকারে গড়ে উঠেছে কৃষ্ণগহবর,
হাসির অন্তরালে পেটের ক্ষুধা।

সামান্য বেঁচে থাকার তাগিদে অপ্সরাদের আগমন এখানেই,
কোন চিৎকার নেই শুধু আছে ম্লান হয়ে যাওয়া বাঁচার আশ্বাস।

তবুও বয়ে চলেছে অপ্সরা তবুও ঘুরছে কৃষ্ণ-গহবর।
সবার মুখেই একটি প্রশ্ন কত দাম?

স্নিগ্ধ হাসির অন্তরালে লুকিয়ে আছে, দাম মাত্র পঞ্চাশ টাকা।
তবেই শুরু হয়ে যাক প্রণামী,

তবুও অট্টহাসিতে নিত্য প্রবঞ্চনা
আজন্ম হুতাশন জ্বলে আছে তারই মাঝে,
নভ:ব্যোমে নেই ছায়াপথ।

আমি শুধু অলীক দৃষ্টিতে বায়ুসখার মত প্রজ্বলিত।
তবুও আক্ষেপ তবুও অপেক্ষা।

তবুও তাকিয়ে আছে সেই পঞ্চাশ টাকার অপেক্ষায়,
রাত্রি শেষে হবে নতুন সূর্যোদয়,,
মুছে যাবে মেকাপের আবরণ, খুলে যাবে চুলের খোপা।

শুধুমাত্র ঘামার্ত ক্লান্ত শরীর নিয়ে ফিরতে হবে বাড়িতে।
বাঁচার জন্য গুনতে হবে পঞ্চাশ টাকা,
কাঁদিস না আর কাঁদিস না,
এই কৃষ্ণগহবরে আলো ফুটাবে ক্ষুধা মিটাবে এই পঞ্চাশ টাকা,
তোকে শুধু ভুলতে হবে লাজ-লজ্জার সংস্কার,
তোকে শুধু দেখতে হবে লাভের ভাড়ে নির্লজ্জের হুংকার।

তবুও বেঁচে থাক নিষিদ্ধ এই কৃষ্ণগহ্বরে চন্দ্রমুখি অপ্সরার মত,
তবুও স্নিগ্ধ হাসিতে দূর করে দে পৃথিবীর অন্ধকার।

#অব্যক্ত হতাশা

তবুও বিষন্নতায় প্রহর কাটাই, রক্তিম ভালবাসার এখানেই অন্ত যায়।
ভালোবাসার শেষ রক্তবিন্দু টুকু এখানেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে দিয়ে নতুনত্বের
সন্ধানে খুঁজে বেড়ায়।
আমি সেই অনবদ্য সৃষ্টির পানে নিজেকে অপ্রকৃতস্থ করে রেখেছি বহুদিন ধরে,,,
বহুদিন ধরে হতাশায় বিহ্বল আশায় নিজের বুক বাঁধতে ভুল করেছি,, ভুল করেছি সেই
চিরচেনা পথের পানে দাড়িয়ে সূর্যকে রক্তিম রঙে রাঙিয়ে দিতে।
আমি এখনো অন্ধকারের লুটিয়ে আছি এখনো দৃশমান সমস্ত সৌন্দর্য আমাকে গ্রাস
করে ফেলে আমি অপ্রকৃতস্থের মত চেয়ে আছি হতভম্ব কিংকর্তব্যবিমূঢ়।
তবুও হতাশা তবুও প্রেম তবুও নাশকতায় লিপ্ত হয়েছে দ্বিধাগ্রস্থ এ মন,
আমি উন্মাদের মতো ফিরে যাব,
আমি মাকাউলের জারজ সন্তানের মত উল্লাস করবো সেদিন, যেদিন হতাশার বিহ্বল
আশায় কেউ আর বুক বাধবে না।
কেউ আর অপলক সৌন্দর্যের পানে তাকিয়ে নিজেকে দ্বিধাগ্রস্থ করবেনা।
আমি সেদিন উন্মাদের মতো ছুটে যাব তোমার কাছে তোমাদের কাছে,

#ফিরে আসবো

আমারও আর্তনাদ হয়,
আমারও ইচ্ছে করে আচমকা ধূলিসাৎ হতে,
আমারও,স্থায়িত্বের প্রারম্ভ ধ্বংস হয়েছে বহু আগেই
যদি সমস্ত অন্ধকার গুলো লুটে যায়,
চাকচিক্যের ধূসর স্থাবর গুলো
নিদৃস্টের আলোকে বন্দী হবে।
যদি সমস্ত অপমান, অবাঞ্ছিত দুঃখ-কষ্ট এখানেই মরে যায়।
তবেই আলোকিত আল্পনার সমস্ত রুপরেখা গুলো
মরু প্রান্তর ছেড়ে দিগন্তে ফুটে উঠবে।

যদি সমস্ত নিঃশ্বাস এখানেই থেমে যায়।
তবে ভেবে নিও ভালোবাসার মৃত্যু হয়নি,,
যদি দিক-বিদিক ছুটে বেড়ানোর ইচ্ছে করে,
তবে নিঃশ্বাসের ছায়া গুলোকে অনুসরণ করো
আমি তোমার ধৈর্যের অবতারণা হয়ে জেগে উঠবো।
আমি তোমার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবো অপরিবর্তিত,
আমি তোমার গর্ভে জন্ম নিয়ে আবার ফিরে আসবো।
তুমি জননী রূপে আরো একবার ভেসে যাবে এই বসন্তে।
তোমার চিৎকারে আচমকা ধূলিসাৎ হবে সব অযাচিত দুঃখ।

জন্ম থেকে জন্মান্তরে, ভ্রুন থেকে মৃত্যু অবধি,
শূন্য থেকে বিশ্বভ্রম্মান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে
আপন স্নিগ্ধতায় ছুটে বেড়াবো তোমার সংস্পর্শে।
আবার ফিরে আসবো, ইচ্ছে ঘুড়ির মতো উদাসীন হয়ে।
আমার ছুটে চলা নিয়ে তোমার কোন ভ্রুক্ষেপ থাকবে না,
হাসির স্নিগ্ধতায় পরম পরশে আগলে রাখো তোমার কোলে
আমি তোমার গর্ভে জন্ম নিয়ে আবার আসিব ফিরে।

#পরিচয়

আমার মৃত্যুতে থেমে যাবে কোলাহল,
মৃত্যুপুরীতে ভাসবে লাশের গন্ধ।
প্রদীপ-শিখা নিভু নিভু জ্বলে
তোমার গুমড়ে গুমড়ে ক্রন্দন।

ছিলনা কোন জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র ভালোবাসা
একাকার হয়ে তাকিয়ে ছিলাম দেখেছি যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা।
দায়িত্বের বিরম্বনায় ছুটেছি দিকে দিকে।
কোলাহল তবু ছাড়েনি পিছু যন্ত্রণার শেষার্ধে।
আমার মৃত্যুতে থেমে যাবে কোলাহল,মৃত্যুপুরীতে ভাসবে লাশের গন্ধ।

বেখেয়ালের মত চলেছি বহুদিন
পথ থেকে তুমি কুড়িয়ে নিলে আমায়।
দেখালে তুমি ভালোবাসা কাকে বলে,
সৃষ্টি হলো নতুন জীবন, ছুঁড়ে ফেলে একাকিত্ব।
বুকে জড়ায়ে কোলে তুলে নিয়ে কপালে করলে চুম্বন।
হারিয়েছি আমি ভালোবাসার অতল গর্ভে তখন।
সুস্থতা তুমি ফিরিয়ে দিলে আদর যত্নে ভরা।
মনে মনে ভাবি ভালোবাসা ছিল স্নিগ্ধতার ছড়া।

চাওয়া পাওয়া কখনো ছিল না তোমার
শুধু ভালোবাসার দাবিদার।
হাতে হাত রেখে হেঁটে যাব দূরে জীবনের শেষ প্রান্তে।
রাগ অভিমানে ভরপুর প্রেম, আমাকে দিয়েছিলে তুমি।
আপন হৃদয়ের অনুভবে আছো, সম্পূর্ণ অন্তর্যামী।
কত ভালোবাসো, কত প্রেম দিলে,
সারাক্ষণ এই হৃদয় জানায়।
বেখেয়ালের মত চলেছি বহুদূর
পথ থেকে তুমি কুড়িয়ে নিলে আমায়,
দেখালে তুমি ভালোবাসা কাকে বলে।

বিশ্বাস করো,অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম তোমার পানে।
বিশ্বাস হতো না, এত প্রেম আমার জন্য ,
শুধু কাঙ্গাল হৃদয় জানে।
ভালোবাসি তোমায় ভালোবেসেছি,ঐ হাতটি ধরে রাখার জন্য।

আমার মৃত্যুতে থেমে যাবে কোলাহল,
মৃত্যুপুরীতে ভাসবে লাশের গন্ধ।
প্রদীপ-শিখা নিভু নিভু জ্বলে
তোমার গুমড়ে গুমড়ে ক্রন্দন।

প্রেমহীন আমি মৃতপ্রায় হব, ভুলে যাও অভিমান,
ভালোবাসার দুয়ারে দাঁড়ায়ে আলিঙ্গনের অবসান।
এখানেই শেষ নয়, যেতে হবে বহুদূর।
তোমায়, হৃদয় থেকে অনুভব করি,বেজে ওঠে সুমধুর।

#কৃষ্ণচূড়ার আত্মকাহিনী

এখনো দাড়িয়ে থাকি সেই ব্যালকনিতে,
যেখান থেকে দূরবর্তী অনেক কিছুই চোখে পড়ে না।
শুধুমাত্র তোমার বাড়ির ছাদের উপরে সেই ছোট্ট কৃষ্ণচুড়ার দিকে চোখ বারবার চলে যায়।
অবশ্য একবার ফুল ফোটে ছিল যখন তুমি কৃষ্ণচূড়ার ধার ঘেঁষে বসে থাকতে।
আজ তুমিও নেই, কৃষ্ণচূড়া মৃতপ্রায় হয়ে আছে।

আমি কার্নিশে অপেক্ষায় নিরুত্তর হয়ে প্রতিনিয়ত ও প্রহর কাটাই।
মনে আছে তোমার?
ঠিক এই ব্যালকনিতে একবার এসেছিলে,
আমার শাড়ির আঁচল পেছন থেকে নুইয়ে পড়াটা তোমার চোখে ভালো লেগেছিল।
ঠিক তখন তুমি বলেছিলে অপরূপ সৌন্দর্যের কারুকাজ তোমার মধ্যে লুকিয়ে আছে।
তুমি মুগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে দূরবর্তী সেই কৃষ্ণচূড়াকে দেখিয়েছিলে।
বিশ্বাস করো আমি সেদিন কৃষ্ণচূড়াকে দেখতে পাইনি শুধু তোমার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

আমি সেই অদেখা ভালবাসাকেই এখনো পুঁজি করে বেঁচে আছি,
এখন আর আমার শাড়ির আঁচল নুইয়ে পড়ে না,
কেউ এখনো নিরুত্তর সৌন্দর্যের কারুকাজ চোখে দেখেনা।
বিশ্বাস করো প্রিয়তম জানালার গ্লাস কার্নিশ এবং ব্যালকনি ভারী হয়ে আছে।
হয়তো আমার বিরুদ্ধে তোমার নালিশ থাকতে পারে আমি অভিনব অভিপ্রায় সেই বিরুদ্ধচারণ কে আগলে রেখে নিজেকে প্রশ্নবিদ্ধ করি শুধু তোমারি অপেক্ষায়।
আমার সমস্ত কিছু ভারী হয়ে থাকে উষ্ণতায় ভরিয়ে দেয়ার উর্বরতা এখনে আর জন্ম নেয় না।

অপেক্ষার প্রহর যে কতটা ভয়াবহ সেটা তুমি কোন একদিন ঐ কৃষ্ণচূড়াকে জিজ্ঞাস করো,
আমার মনে হয় কি জানো?
আমার না পাওয়ার আক্ষেপে কৃষ্ণচূড়া টি আজ মৃতপ্রায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সমস্ত আক্ষেপ গুলো ঝরে পড়েছে তার উপরে।

বিশ্বাস করো প্রিয়তম,
হৃদয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ আমি খুঁজে পাইনি,
সম্পূর্ণটাই অর্পণ করেছি তোমার উপরে
কিন্তু তুমি অযাচিত সুখের উদ্দেশ্যে আজ নিরুত্তরে যাত্রা শুরু করেছ
আমি এবং আমার কৃষ্ণচূড়া এখানেই অন্তিম হয়ে যাচ্ছি।

#সুদর্শনের অপেক্ষায়

আমি দাঁড় কাক!
দূর থেকে তীর্থের মতো তাকিয়ে থাকি তোমার নয়নও বদনে,
দূরদর্শন ও যাযাবর আমার ধর্ম
কিন্তু ভালোবাসাটা মিথ্যে নয়।
মিথ্যে নয় এ যাত্রার প্রেম বন্ধন

অবন্তী,
ভালোবাসার অভাবে তোমার পথপানে চেয়ে ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে সব;
তারপরেও তুমি বলবে আমায় ভালোবাসো?
আর কতগুলো বসন্ত পার করলে তুমি আসবে?
তোমার এই দূরদর্শন আমাকে ভীষণ কাঁদায়।
তুমি কি জানো না যে আমি তোমার শ্বাস-প্রশ্বাস গুনে বলতে চাই?
হাতে হাত রেখে হেঁটে যেতে চাই বহুদূর।

দাঁড় কাক,,,,,,,
প্রকৃতির নিয়মে মগ্ন হয়ে আছি ,
পারিনা আলিঙ্গনে বিলিয়ে দিতে নিজের সর্বস্ব।
এই নির্লিপ্ততায় আমার ভূষণ।
কেন তুমি কি আমার মধ্যে তোমার নিজেকে খুঁজে পাওনা?

অবন্তী,,,,,
আমি আমার অস্তিত্ব বহু আগেই তোমার মাঝে হারিয়ে ফেলেছি,
হারিয়ে ফেলেছি আমার নিজস্বকে।
ভুলে যায়নি তোমার সেই শ্রুতিমধুর আওয়াজ।
ভুলে যায়নি তোমার অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা।
আর এখানেই আমি হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে।

দাঁড় কাক,,,,

আমারও ইচ্ছে হয় হারিয়ে যেতে,
ভালোবাসার রঙে আলপনায় ভরিয়ে দিতে
আচ্ছা সত্যি করে বলতো?
তুমি কি আমার ক্যানভাস হবে?
তাহলে আমিও আমার পালক ছিঁড়ে তোমায় সেখানে আঁকবো।
আমিও তোমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদবো
লংঘন করবো প্রকৃতির নিয়মগুলো।

অবন্তী,,,,
আমিও চাই ডানার উপরে ভর করে শুধু উড়বো।
আমিও চাই তোমার ঝুটিতে খামচে ধরে মরবো।

#তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে বাবা,,,

বাবা তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে,
আমার চোখের জলে,
বাবা তোমার মুমূর্ষতায় আমার বেঁচে থাকা হয়ে ওঠে না।

জানো বাবা?
আজকাল সব ঘোলাটে হয়ে গেছে।
আজকাল মনের চোখেও ঝাপসা লাগে,
তবে কি তুমি স্বার্থপরের মত আমাদের ভুলতে চাইছো।
জানি বাবা তোমার অনুভবের মাঝে কান্নার ঢেউ উঠে।

তোমাকে দেওয়া কষ্টের বিষ বাষ্প,
আজো আমাকে পোড়ায়,কি করে তোমাকে ভুলি?
বাবা তোমার মনে আছে শৈশবের কথা,
এক পলক আমাকে চোখের আড়াল হতে দিতে না।

আমার ভালো লাগাটাই ,
তোমার কাছে আরেকটি পৃথিবী হয়েছিল।

বাবা তোমার কি মনে আছে?
তোমাকে দেয়া যন্ত্রণামুখর অনুভূতি,
তোমার ভেতর থেকে স্নিগ্ধ হাসি রূপে বেরিয়ে আসত।

বাবা তোমাকে আমি ক্লান্ত হতে দেখিনি,
তপ্ত দুপুরের শূন্য বাতাসে অবাক পৃথিবী হাহাকার করেছিল,
অথচ আমাকে বুকে নিয়ে কতটা প্রাণবন্ত ছিলে তুমি!
আর আমি কতটা নির্মম,

তোমার কাছে আজ আমি দায়িত্বহীন,
তোমাকে খোঁজার প্রয়োজন মনে করিনি বহুদিন।
কতটা ভালোবাসার পথ ছেড়ে নির্মম হয়েছি।

এই স্বার্থপর পৃথিবীতে বাবা তুমি একাই স্বার্থহীন
বাবা তোমার কি মনে পড়ে সেই তখন,

সবুজের বনে বনে এসেছিল নতুন বসন্ত
এই বসন্তে আমায় কাঁধে করে বসন্ত উৎসবে নিয়ে যেতে,
কত কিছু কিনে দিতে আদর মাখানো,
আলতু চুমোয় ভরিয়ে দিতে,

এই কংক্রিটের দুনিয়াতে ভালোবাসা
আজ জমাটবদ্ধ হয়ে গেছে,
আজ আর সেই বসন্ত আসে না বাবা।

শূন্য বাতাসে কেঁদে বেড়ায় চিল,
আবছা আলোতে ভাসে রঙিন অতীত
কি করে ভুলি বলো তোমার দেয়া সেই ভালোবাসা।

কি করে ভুলি বল
বিকেলের নরম রোদে ছায়া হরিণের খেলা,
নদীর জলে সুর্যের মায়াবী আভা
ছুঁয়ে গিয়েছিল হৃদয়ে ঝিরঝির হাওয়া।

আমি শুধু খুঁজি তোমার প্রথম স্নেহের ভালোবাসা।
বাবা তুমি কি শুনতে পাচ্ছ,

যদিও তুমি আজ আর আমাকে মনে করতে পারছ না।
অক্সিজেনের মাস্ক তোমার সমস্ত মুখটা ঢেকে নিয়েছে।
তুমি আজ মুমূর্ষ, আর আমি স্বার্থপরের মত চেয়ে চেয়ে দেখছি,
নির্লজ্জের মতো গুনছি তোমার অন্তিম শয্যায় প্রহর।

আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিও বাবা,
হয়তো তোমার সেই ভালোবাসার যোগ্য ছিলাম না আমি।
তার পরেও তুমি বাবা তার পরেও তুমি বাবা,

বাবা তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে তোমার সন্তানের অশ্রু জলে
এমনটা আর হবে না যা হয়েছে বিগত দিনে।
তুমি আবার ফিরে এসে শুনতে পাবে

আকাশের নীল জ্যোৎছনা বলে দিবে
তুমি কষ্ট নেই তোমার যন্ত্রনা নেই,
তোমার নিঃশ্বাসের হৃদয়ে স্পন্দন ছড়াবে
বাবা তুমি আমার পৃথিবী,
আমার বেঁচে থাকা।

#যদি একটিবার

যদি একটিবার বল ভালোবাসি তবে আমি
সব ফেলে ছুটে আসব তোমার কাছে,
আগ্রাসী চুমু দিয়ে এঁকে দেব চন্দ্রিমা
তোমার ঐ নাভি নিম্নগামী এবং ললাটের ভাজে।
আমি যে ভালোবাসার ভিখারী, দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার্তের মত,
ভালোবাসার ডাকে সাড়া দিয়ে নিঃশ্বেষ করতে পারি
মুখোশের চোরাবালি,
ক্ষিপ্ত গতিতে আসব তোমার কাছে
ভাঙ্গব সকল জড়তা অন্ধকারের মাঝে,
তুমি শুধু একটিবার তোমার মুখে বল ভালোবাসি,
ওটুকুতেই আমি হতে পারব ভালোবাসার চাষি।
যে ভালোবাসার জমিতে কখনও কোনো আগাছা জন্মাবে না
কখনও পানির অভাব হবে না,
ক্ষেত ভরে উঠবে ফসল আর ফুলে ফুলে,
আর নিরবতা নেমে আসবে রাত্রি হলে।
আকাশের স্তন থেকে আমি সুখের বৃষ্টি আনবো
সেই বৃষ্টির পানি দিয়ে ভালোবাসার আবাদ করবো।
কৃষ্ণচূড়াকে বলব রক্তিম না হতে
আর বলব যেন তোমার সাথে হিংসে না করতে,
আমি সময়কে কৃষ্ণচূড়া ছাড়াও বসন্তের রং মেখে দেব, সাত রঙের সৌন্দর্য
একাকার হয়ে যাবে তোমার ভালোবাসার প্রেক্ষাপট।
ঠিক তখনই তোমার কাছ থেকে রক্তিম ভালোবাসা নেব।
সশ্রদ্ধচিত্তে আমন্ত্রণ জানাবো তোমার ভালোবাসাকে,
পৃথিবীর সব সুখ আমি তোমার জন্য আনবো,
যদি একটবার বল আমায় ভালোবাসো।

যদি একবার বলো ধুলিস্যাৎ করে দেবো সব কিছু,
তোমার অপেক্ষায় ক্যানভাসে সাজাবো তোমায়।
বসন্তকে থামিয়ে দেবো চিরস্থায়ী রূপে,
শুধু রূপের স্নিগ্ধতা ধরে রাখার জন্য তোমার।
অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবো হাজারো মহাকাল।
যদি একবার বলো, যদি একবার বলো।
যদি একবার বলো ভালোবাসি তোমায়,
সত্যি তখন আর চাওয়ার কিছু থাকবে না।

শুধু তোমার হাতের ছোঁয়ায় মেঘের গর্জন থেমে যাবে,
প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে যাব অনাহুত হয়ে।
ভালোবাসার ক্লান্ত শ্রমিকের মতো ঘুমিয়ে যাবো রাত্রি হলে, শুধু তোমার কোলে,
শুধু তোমার কোলে।

#চুম্বন

এই ঠোটে চুম্বন দিয়েছি
হাজরে আসওয়াদ নামের কালো পাথরে,
এই ঠোটে চুম্বন দিয়েছি ওই শিবলিঙ্গে,
এখনো অপেক্ষায় আছি চুম্বন দিতে তোমার ওই যৌনাঙ্গে।

শুধু একটিবার, শুধু একটি বার চিৎকার করে বল,
সব কিছু লুটে নাও, তলিয়ে দাও গঙ্গার গঙ্গোত্রীর মত।
পাপ মুক্ত করো আমায় ভোগ করে, পাপ মুক্ত করো।
আরো শতবার ভোগ করে আমায় পরিচয় দাও,
তার পরেও পরিচয় দাও আমি জননী,
এই যৌনাঙ্গ দিয়েই তোমার আবির্ভাব।
তোমার অদেখা পৃথিবী স্বার্থক এই যৌনাঙ্গ দিয়ে।

কৈলাসে সার্থক হয়নি, হয়নি আরব্য সেই দুষ্কৃতীর ধর্মে।
পার্সিয়ানদের থেকে চুরি হওয়া সেই মুখরোচক বাণীও আজ
ধর্মলীলার যজ্ঞে মেতেছে, শুরু হয়েছে মাতৃ হনন পদ্ধতিতে,

আমি এখনো অপেক্ষায় আছি চুম্বন দিতে তোমার ওই যৌনাঙ্গে,
স্বর্গের দরজা কখনো বন্ধ হয় না, তোমাদের লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, তুমি
মাথা উঁচু করে বল, এটাই তোমার জন্মস্থান, এটাই তোমার জন্মস্থান।

এই ঠোঁটে চুম্বন দিয়েছি
কোরআন বেদ বাইবেল তাওরাতে,
এই ঠোঁটে চুম্বন দিয়েছে প্যালেস্টাইন কে।
চুম্বনে চুম্বনে ভেসে গেছে কামরুকামাক্ষা,
যোনিতে মুখ ঢুকিয়ে চুষে নিয়েছে পুরোহিত দাদুরা।
নাগা সন্ন্যাসীর লিঙ্গও বাদ যায়নি,
সেই রস প্রবাহিত হয়েছে গঙ্গায়।
আবার সেই গঙ্গা থেকে পূর্ণতা লাভ ,
অপমৃত্যুতে ভেসে গেছে বিষাদ সমপাপ।

তবুও নারী বয়ে চলেছে মাতৃত্বের জোয়ারে,
মাতৃত্বের ভূষণ আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে।
শুধু বাঁচার তাগিদে বেঁচে আছে হাজারো ভ্রূণ হত্যা করে।
কে করল এই হত্যা! নারী নাকি নারীকে বাঁচিয়ে রাখা সেই দুষ্কৃত ভগবান, যার
চুম্বনের খোলসে আসল রূপ দিনে দিনে ম্লান হয়ে যায়, অজস্র নক্ষত্রের মতো ধ্বংস
লীলার যজ্ঞে।

#যদি এখানেই শেষ

যদি এখানেই শেষ হয়ে যায় তোমার আমার লেনাদেনা তবে কেন জন্ম দিলে,
তবে কেন জন্ম নিলাম এই পাপের অন্ধকার সাম্রাজ্যের।
নিরাপত্তার প্রশ্ন তুললে যখন তখন কেন জঠর বন্দি থেকে বের করলে, আমার
ভুমিষ্ঠ হওয়াকে কেন্দ্র করে তোমার পুরুষত্বের শৌর্য বীর্যের উত্তীর্ণ হওয়া কি
বোকামি নয়।
কেন তুমি প্রশ্নের সম্মুখীন নও,যদি প্রশ্ন করি মাথা নিচু হয়ে যাবে তোমার,
যেমন এখনও আমার নিচু হয়ে আছে।
দায়িত্বের বিরম্বনা কখনো দেখিনি, অভ্যাসগত হয়েছে তোমার, তুমি আছো, তুমি
থাকবে, কিন্তু কতদিন?
তুমিও চলে যাচ্ছ আমিও যাব যাব, শুধুমাত্র বাবা ডাকটাই ভুলবার না।

#লোপাট
চেয়ে দেখো এই ভদ্র সমাজে লাফাঙ্গাদের ভিড়,
লুটতরাজে রাষ্ট্র এবার ভেঙে চৌচির।
মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মানবতার বাণী
জীবনের দাম কমছে এখন, সবই তার গ্লানি।
নষ্টের ভিড়ে হাহাকার করে সত্য সর্বজনীন।
মানুষের পাশে দাড়ালে বন্ধু তুমি হতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।
চেয়ে দেখো,,,,
ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে আবর্জনায় পড়ে আছ
স্বচ্ছতা চাও? এসে দেখে যাও জীবনের কি মানে।
শুধু একবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে তুমি প্রশ্ন ছুড়ে দাও
অট্টালিকা থেকে নেমে আসো জীবনের গান গাও।
বিভাজনের কেন্দ্রবিন্দুতে দেয়াল পড়েছো শিথিল
এই চিৎকার শোনে না কানে,,,,,
কিভাবে বুঝবে জীবনের কি মানে।
ভেঙে ফেল ওই রাজ কপাট বদ্ধ জুয়াড়ি সিন্দুক
ছুঁড়ে ফেলো তুমি মানুষের ভিড়ে অমানুষের বন্দুক।

দেখো তুমি লাশের স্তুপে তোমার মা ভাই আছে কিনা?
শব্দবিহীন সৎকারে অংশগ্রহণ করবে কিনা?
এই বাংলাদেশ তোমার মা না?
নপুংসকের মত চেয়ে আছ কেন,
লজ্জা করে না তোমার, লজ্জা করে না তোমাদের।
মাতৃগর্ভকে অস্বীকার করে পরিচয় চাও নিজস্বের।
ধর্মের লেবাসে বাওয়াল গাও ঋণশোধ করো বীর্যের,
মুখোশের অন্তরালে চির উদ্যান খোঁজ ,
মৃত্যুতে চির উল্লাস করো, উৎসাস ঝরে ধর্ষণে
মৃত্যুর মিছিলে শামিল হবে সভ্যতা হবে বিকর্নে।
আমরাও বসে আছি ঠিক অপর প্রান্তে,
চির উদ্যানের সন্ধান করো মানুষের মৃত্যুর মিছিলে?
এখন হবে সব পাকড়াও, দলবেঁধে করো জঞ্জাল সাফ
আবারো একবার করবো মানবতা লঙ্ঘন,
হব অনিয়ম উশৃংখল,,,,,,,

#নিরন্তর আক্ষেপ

আমি আজন্ম হেঁটে চলেছি অস্তিত্বের সন্ধানে,
মুক্তির অন্বেষায় থেকে আবার জন্ম নেব,
পৃথিবীর গহব্বরে।
সুখের সন্ধানে দুমড়ে মুচড়ে একাকার করব
আমি আমাকে ধুলিস্যাৎ ।
মুক্তি দেবো একটি সুখের ঠিকানা।
প্রেম আর বৈষম্য, বিভেদ আর মধুরতা একাকার হবে।

সুখের সীমানা বেয়ে-অস্তিত্ব বিলীন হব আবারো।
একরাশ দুঃখ নিয়ে সাঁতার কাটবো সুখের উন্মাদনায়,
ঠিক তখনই দুঃখের অতল গহীনে তলিয়ে যাব।
কোলাহল পূর্ণ হবে,
স্নিগ্ধতায় হাসি বেরিয়ে আসবে তোমার।
নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে আমার মৃত্যুর স্নানে,
আমার সুখের ঠিকানায়,
আমি একটি জীবন্ত সুখের মুক্তি দেব,
আমায় নিঃশেষ করার অভিপ্রায়ে মৃত যন্ত্রণায়।

আমি ঘাসফুল হয়ে জন্ম নিব, একাকিত্বের ভুষণ জড়িয়ে।
মনের ধূম্রজালের নতুন সৃষ্টির উপেক্ষাও ভূষণ হবে।
তখন না হয়,,,
সৌন্দর্যের অপরূপ কারুকাজে বোবা চক্ষুর মত
দৃষ্টিনন্দিত হবে। সৃষ্টিতত্ত্বের গুরুগম্ভীর বোকা ঈশ্বরের মতো।
বোকা ঈশ্বরের কল্পিত রূপরেখায়,
বেঁচে আছো বোকা মানুষের সত্তায়।
আমাকে ভূষণ বানিয়ে জড়িয়ে রাখলে,
লোভ আর মোহ কে, দাঁড় করিয়ে দিলে সামনে।
তাই আমি বোকার মতো ছুটে চলেছি সেই অস্তিত্বের সন্ধানে।

চেয়ে দেখো,,,,
এই আমাকে, আমার অস্তিত্বকে
দেখতো এখানে কোন ঈশ্বর দেখা যায় কিনা।
কিছুই দেখতে পাচ্ছ না তাইতো,,,
আবছা আলোতে যতটুকু দেখা যায় নামমাত্র একটি মানুষ।
তোমার ভুল হচ্ছে তোমাদের ভুল হচ্ছে
আমি মানুষ আমি 'ই' সর্বনাশী ঈশ্বর বলছি।
প্রলয়, সৃষ্টি যার দৃষ্টিতে।

#চেয়ে আছো কেন এভাবে

মাথায় জট পাকানো এক পাগলকে দেখছো,,,,?
আমি পাগল নই, আমি স্রষ্টা আমি ঈশ্বর আমি পরমেশ্বর।
আমার ঝোলার মধ্যে থেকে রচিত হয় তোমাদের পবিত্র গ্রন্থ।

এখানেই শেষ হবে আজ এখান থেকেই শুরু হবে উপক্রমণিকা, ধূসর দুর্বোধ্য
নক্ষত্রগুলো ঝরে পড়বে আজ।
আমি স্রষ্টা-সূদন ঈশ্বর, আমি নর্দমায় পড়ে থাকা ক্ষুধার্ত ঈশ্বর।

তবে হ্যাঁ তোমরা অমন করে চেয়ে থাকবে না।
তোমাদের দীপ্ত মনস্তাপ তোমাদের আক্ষেপ তোমাদের যন্ত্রণা নিয়ে মহাকাল ধরে
অপেক্ষায় বসে আছি,সমাদৃত হবো বলে।

পরিভ্রমণ এখনো শেষ হয়নি আমার,
তবে তোমাদের গ্রন্থ রচনা করে যাব।
যুগ যুগ ধরে অশ্রদ্ধা অবজ্ঞায় পথের পাশের সময় কাটাচ্ছি তোমাদের চিনব বলে।

নিকৃষ্টের আদতে বন্দি হয়ে আছো তোমরা,
নির্বিচারে গণহত্যায় লিপ্ত হও তোমরা।
আর আমি ঈশ্বর নপুংসকের মত চেয়ে দেখেছি।
নর্দমার কীট হয়ে নর্দমার পাশে বসে থেকে।

আজও আমার ঘুম ভাঙ্গে ধর্ষিতার আত্মচিৎকারে,
আমি সেই ঈশ্বর যার কণ্ঠস্বরে বোবা চিত্তের আবরণ পড়ে আছে।
ঘোলাটে চোখের জলে, নোনতা সমুদ্রের ঢেউ সৃষ্টি করে।
কিন্তু তোমাদের বেলায় আমিও নপুংসক হয়ে থাকি মহাকাল ধরে।

মাথায় জট পাকানো এক পাগল দেখছ অমন করে চেয়ে।
যে পাগল রচনা করে পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নামে চটি বই।
প্রেমের নামে যৌনাচার, ভিক্ষার নামের সমৃদ্ধি
উদ্যানের নামে আবর্জনা, সৃষ্টির নামে অশ্লীলতা।

পণ্যের নামে মানব মানবী, ঘৃণা করি ঈশ্বর ঘৃণা করি।
তোমারি অশ্লীল উক্তি বচন কে ঘৃণা করি।

#আমি প্রশ্ন ছুড়ে দেবো।

আমি প্রশ্ন ছুড়ে দেবো ওই দ্বিধাদ্বন্দে জর্জরিত মানুষের কাছে।

যারা এখনো বেঁচে আছে বোবা দ্বিধাদ্বন্দ্বে।
প্রশ্নের ফুলঝুরি একে একে তুলে দেবো তাদের মাথায়।
তারা অনন্ত অন্তরীক্ষকে ঘৃণা করবে।
মুখোশের উপর মুতে দেবে।
তারপর মুতের স্রোতে ধুয়ে ধুয়ে আসল চরিত্র বের করে উল্লাস করবে।
সেদিন প্রশ্নের ঝড় ঝরিতে বিকশিত হবে সমস্ত নিষ্পাপের হুংকার।
আমি প্রশ্ন ছুড়ে দেবো,,
যারা এখনো নিজেকে কখনো আয়নায় দেখনি,
কখনো নিজের সামনে লজ্জিত হয়নি তাদের কাছে।
আমি প্রশ্ন ছুড়ে দেব আমার প্রেমিকার কাছে যেন সেও আমাকে প্রশ্ন করতে পারে।

আমার মুখোশটা টেনে ছিড়ে ফেলে থাপড়াতে থাপড়াতে মানুষ করে তুলতে পারে।
আমিও এই সমাজের একটি অমানুষ।
আমিও আমাকে প্রশ্ন করব।
আমিও আমাকে ছেড়ে দেবো প্রশ্নের দ্বারপ্রান্তে।

#কংক্রিট

এই শহরের কংক্রিটের মিশে আছে
আমার ধুলোমাখা পায়ের ছাপ।
এই শহরের কংক্রিটে মিশে আছে
দাড়কাকের ক্ষুদার্থ কণ্ঠস্বর।
এই শহরের কংক্রিটে মিশে আছে
নাম-না-জানা মৃত্যুর গ্লানি।
এই শহরের কংক্রিটে মিশে আছে
ধর্ষিতার আত্মচিৎকার

নির্দয় নিষ্পেষিত গণমানুষের অকাল মৃত্যু।
মৃত্যু ধ্বনিতে মুখরিত হয় কাঠালতলার ছায়াপথ।
এই শহরের কংক্রিটে মিশে আছে
বেশ্যার লিপস্টিকের আবরণ।
ঠোঁটে,গায়ে মিশে গেছে পারফিউমের গন্ধ।
শহরের কংক্রিট দখল করে নিয়েছে লাজ লজ্জা।
তবুও বয়ে চলেছে ভ্রূণ হত্যার সারিবদ্ধ মিছিল
এই শহরের কংক্রিটে মিশে আছে যান্ত্রিক কোলাহল।
চোখাচোখি হলেও কিন্তু চিনবে না তাকে
নতজানুর মত দাঁড়িয়ে আছে চোখের সামনে।
ঊর্ধ্বাকাশে মাথা তুলে দেখ নিকোটিনের দখলে
তুমি ও তোমরা।

বিভাজনের দেয়াল আলিঙ্গনে ব্যস্ত শহরের কংক্রিট
মিথ্যা আশ্বাসের হাতছানি দিয়ে ডাকবে তোমায়।
তাকিয়ে দেখো চেতনায় কেউ নেই, নাকচ করবে তোমায়।
এই শহরের কংক্রিটে মিশে আছে প্রেমের আর্তনাদ।
শুধু নেই তুমি নেই তোমার অবস্থান
অর্ধ নগ্ন নারীও সংসার পেতেছে ঐ কংক্রিটের পাশে।
ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নায় ঘুম ভাঙ্গে যাদের।

আমি দেখেছি
বহুবার দেখেছি অমানবিক চরাচর।
বাষ্প শকটে ঝুঁকি নিয়ে আঁচলে বাঁধা শিশু।
জীবনের তাগিদে তবুও হারিয়ে গেল কংক্রিটের মাঝে।
চেয়ে দেখো ঐ অর্ধ নগ্ন নারী তাকিয়ে আছে
চোখের জল এমনিতেই পড়ে যাচ্ছে।
আর চক্র জানে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাষ্ট্রীয় শুভ্র ঈশ্বরী।
হঠাৎ চোখে পড়তেই বিরক্তির ছাপ তাদের সুশ্রী ললাটে।
মনে হচ্ছে কংক্রিটের পাশে বসে থাকার
অধিকার তাদের নেই।

তুমি চোখ মুছে থুতু ছিটাও ঐ ঈশ্বরকে
যারা তোমায় এখনও ক্ষুধার্ত রাখে।
যারা তোমাকে বলে কংক্রিটের সাথে আলিঙ্গন করতে।
তুমিও তাদের বলে দাও
দেখে যাও এই কংক্রিট কত বিষাক্ত
কতটা নির্দয় কতটা নির্মম, কতটা হাহাকার নিয়ে বেঁচে থাকা
চেয়ে আছ কেন, আমার সন্তানের কান্না তোমাদের ভাল লাগে, আমার অর্ধ নগ্ন শরীর
তোমাদের শিল্পের প্রতিচ্ছবি হয়
আমি গৃহহীন, আমার পলিথিনের ঘুপছি ঘরের সামনে
আলপনা রাষ্ট্রীয় রঙ্গলীলা করবে।
তবে এস দেখে যাও ,
নিদারুণ কান্নায় চোখের নিচে ঘা হয়ে গেছে।
চুপ করে আছো কেন তোমরা, শিল্পের প্রতিচ্ছবি আঁকবে না?
বহুবার দু'হাত পেতে বসে ছিলাম। কেউ আসেনি
কেউ আসবেও না কেউ আসার নেই।
এই শহরের কংক্রিটে কেউ নেই ,কেউ ভালোবাসার নেই।

#তুমি বিহঙ্গ

আমি সাদা কাশফুল।
বাতাসে তুমিও চলো, বাতাসে আমিও দুলি।
তোমার ক্ষতবিক্ষত ডানার মাঝে
আমি জন্ম নিব তোমার পালক হয়ে।
তুমি ঠোঁট দিয়ে আমায় আলতো করে সাজিয়ে রাখবে।
আমি সঙ্গী হয়ে পাশে রবো চিরদিন।
তুমি বিহঙ্গ আমি সাদা কাশফুল।

তোমার চমৎকার ভঙ্গিমায় আমিও চেয়ে থাকবো ঐ পাতালের দিকে,
দেখব সবুজের আবরণে ঢেকে গেছে ছায়াপথ।
তোমার কল কাকলিতে বিশ্বজয়ী হয়ে উঠব পালক হয়ে।

তুমি যখন ঈশ্বরের সন্ধানে বেরিয়ে পড়বে,
আমিও খুজবো তন্নতন্ন করে।
তোমার সঙ্গে সুদর্শনের মত।

#অভিমান

এই দেশ, এই মাটি, এই মা,
সব আমার অস্তিত্ব জুড়ে
আমার সমস্ত অনুভূতির প্রারম্ভ জুড়ে

তোমাদের এই বর্ণাঢ্য উপস্থাপন,
আমাকে ভীষণ একা করে তোলে,
তোমাদের ভিতরে ভিতরে আছে
দেশ ধ্বংসের নীল নকশা

প্রতিটি ধূলি কণায়, প্রতিটি শস্য, বীজ, বৃক্ষ
আমার একাকিত্বকে আপন করে
নেয়ার জন্য জন্ম নেয় তারা
আলোকবর্তিকার মত করে এই গ্রহে ফুটে ওঠে
আমি বহুবার লালন করেছি ভেতরের শিশুকে।
যতটা হাসির বহিঃপ্রকাশ এই পৃথিবী দেখেছে
আমি ভেতরে ভেতরে ততটাই একা হয়ে
জীবদ্দশার প্রতিটি ক্ষণ পাড় করেছি,
কারণ তোমরা আমাকে আখ্যা দিয়েছো আমি দেশদ্রোহী।

পরম মমতায় এঁকেছিলাম ভূমিকা, বর্ণনা, উপসংহার।
সবটুকু মাধুরী ঢেলে দিয়েছি আমার নিঃশ্বাসের
তবুও একটি দেশের ভূ-খন্ড কে লালন করে বেঁচে আছি
বেঁচে থাকব বলে

যত প্রেম সঞ্চয় করেছি আজন্মকাল ধরে,
আদর যত্নে রেখেছি অর্ঘ্য করে
থরে থরে সাজিয়েছি প্রেম,

প্রেমিক হয়ে প্রেমের অভিনব কৌশলে।
তারপরেও ভুলতে বসেছি আমার দেশ আমার মাকে,
আমার এই গ্রহে বসবাস করা
ছোট্ট কুঁড়ে ঘরের মত ভূখণ্ডকে।

অনুভবের ভেতরটা ছুঁয়ে উপলব্ধি করে দেখো
ভেতরে এক মানচিত্র ছাড়া আর কিছু নেই,
কিচ্ছুটি নেই আমার এই আমিতে
না কলঙ্কের শংকা, না সামাজিকতার সংশয়।
না আছে রাষ্ট্রদ্রোহের হুংকার,
আছে শুধু প্রেম আর ভালোবাসায় গড়তে চাওয়া
অঙ্গীকারবদ্ধ এক প্রতিশ্রুতির
একটি সুনিবিড় গ্রহের কুঁড়েঘর অংকন করার প্রয়াস।

#কবিতায় প্রজন্ম

এখানে এত মানুষ কেন, এত সভা এত চিৎকার কেন?
শুনতে পাচ্ছেন না বঙ্গভঙ্গের রদবদল নিয়ে চিৎকার।
এত দাবি-দাওয়া কে পূরণ করবে, মানুষের বাঁচার তাগিদে।
মিথ্যার ফুলঝুরি, জ্বালাও-পোড়াও লুটপাট লুটতরাজ।
আর কতকাল আর কতকাল এভাবে চলবে?
তাই হাল ছেড়ে দিয়েছি, তাই আমি একাই চলেছি দূর-দূরান্ত থেকে দুর্বোধ্য শহর পেরিয়ে
নির্মল নিঃশ্বাসের সন্ধানে, ঝুলিতে নিয়েছি মাত্র কয়েকটি কবিতা,
যত দূর হেঁটে যাবো প্রসারিত হবে আরো কিছু কবিতার অংশ। এখানেই পরিচয় হবে তোমাদের ইতিকথা।
কিছু অন্ধকারে তলিয়ে যাবে তোমাদের জীবনের শেষ সারাংশ,
দুর্বোধ্য শহর পেরিয়ে নির্মল নিশ্বাসের সন্ধানে হেঁটে চলেছে একগুচ্ছ কবিতা,
আমি হেটে চলেছি দুর্বোধ্য শহরের রাস্তায়,
আবারো তুলে নিলাম সত্যেন বসুর ব্রিটিশ বিরোধী চিৎকার।
হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম, রাজরথের উপরে ক্ষুদিরামের আতর্কিত হামলায়।
গণগ্রেফতারে আতঙ্কিত হয়ে গেলাম,
ফুটপাত, রেলওয়ে জং, মফস্বলের চায়ের দোকান।
কোথাও কেউ বাদ গেল না।
তার পরেও আমি হেটে চলেছি দুর্বোধ্য শহর পেরিয়ে,
একগুচ্ছ কবিতা নিয়ে, একগুচ্ছ জ্বলন্ত হাহাকার নিয়ে।
হঠাৎ দেখি আলোড়নে তোলপাড় হয়ে গেল, গীতাঞ্জলির নোবেল জয় নিয়ে,
কবিতার ঝুলিতে যোগ হলো আরো একটি সম্ভাবনা,
গীতাঞ্জলিকে সঙ্গে নিয়ে আবারও হেটে চলেছি,
অস্তিত্বের সংকটে যখন মানুষ এবং মানবিক অবস্থা,
আমার কবিতার ঝুলি একটু একটু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে,
আমি ছুড়ে দেবো সবকিছু, মুক্তির সন্ধানে।
একটু চেয়ে দেখুন রাস্তার
এপাশে ব্রিটিশের কলতান।
অপর পাশে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন
ছন্নছাড়া হয়ে আছে হাজী শরীয়তুল্লাহর লাঠিয়াল বাহিনী।

সাম্প্রদায়িক ন্যায়-নীতির রক্ষার্থে
এবং বৃটিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এমনটাই প্রত্যাশা ছিল।
কিন্তু না এখানেও ধান্দা লোটানোর চিন্তাভাবনা।
তাহলে কে দেবে সাধারণ মানুষের অধিকার,
অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে লাথি খেতে খেতে ,
আবার হেঁটে চলেছি একগুচ্ছ কবিতা নিয়ে।
সমস্ত নিয়ম নীতি লংঘন করে এখনই নজরুল বলে দিচ্ছে,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম
রণ-ভূমে রণিবে না।
আমি একা নই, আমার সাথে আছে হাজারো প্রাণ।
হাজারো মানুষের বাঁচার আশ্বাস হাজারো শ্রদ্ধাঞ্জলি।
আবারো হেটে চলেছি দুর্বোধ্য শহর পেরিয়ে নির্মল নিঃশ্বাসের সন্ধানে, হেঁটে চলেছে
একগুচ্ছ কবিতা।
শোনো সবাই স্লোগান একটাই হবে স্বদেশের
তরে,
সমস্ত বিদেশি পণ্যকে দুমড়ে-মুচড়ে ফেলো,
হয়তো তখনো নেপথ্যে ছিল তৃণমূলের পেটের ক্ষুধা।
একের পর এক সাংগঠনিক সভায় মিথ্যার বক্তৃতা দিয়ে,
জ্বালাও পোড়াও আন্দোলনে সহিংস প্রতিরোধ গড়ে তুলছে।
মানুষ পোড়ানো গন্ধে কেউ কেউ আবার নাকে রুমাল বাঁধছে,
যেখানে সেখানে নিন্দুকদের ঘনঘটায় প্রেস কনফারেন্স হচ্ছে
শুধুমাত্র উঠে আসেনি মানুষের জীবনের মূল্য, আমাকে দেখতে হচ্ছে ধর্মীয় বিলাসিতায়,
জগতের সমস্ত কিছু বিপন্ন।
গণতন্ত্রের পঞ্চাশ বছরে কিছুই হয়নি,
কিছু আন্দোলন, মিথ্যার ঘনঘটা, একের মাথা অপরে বিক্রি করে দেয়া, স্লোগান আর
স্লোগান, কিছুই হয়নি নির্যাতন আর নিপীড়ন ছাড়া।
আমি ক্লান্ত হয়ে আবারও হেটে চলেছি দুর্বোধ্য শহর পেরিয়ে
নির্মল নিঃশ্বাসের সন্ধানে, হেঁটে চলেছে একগুচ্ছ কবিতা।
শোনা যাচ্ছে ব্রিটিশ চলে যাবে, তৈরি
হবে নতুন সংবিধান।
ভৌগোলিক সীমারেখা তৈরি হয়ে যাচ্ছে, ভাষাভিত্তিক ভাগ
না হয়ে, ধর্মভিত্তিক রমরমা ব্যবসা শুরু হয়েছে আবারও।
এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে মানুষের ছোটাছুটি, শুধুমাত্র মসনদে বসে জারজ সন্তান
গুলো ক্লিনহার্ট মিশন চাচ্ছে।
গণমাধ্যমে গ্রেট কলকাতা ক্লিনিং নামে পরিচিতি পাচ্ছে। আমি ধিক্কার জানাই, চোখের
সামনে এগুলো কি হচ্ছে।
কোথায় তোমরা আমার সাথে আসো, ঈশ্বর,
ভবানী, শরৎ, বঙ্কিম, নজরুল, মোশারফ কোথায় তোমরা,
কবিতার প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত করো,
জিজ্ঞাস করো ওই মসনদে বসে, গান্ধী, জ্যোতি, জহরলাল, সুভাষ, মজিব, কি করছে,
যদিও রুদ্ধ করে দেয় তোমার কবিতার ভাষা মুখের উপর ছুড়ে মারো। চোখের সামনে দিয়ে
হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কয়েকজন কবিকে, চিরতরে রুদ্ধ করে দেবে।
ক্লিন মিশন প্রতিস্থাপন করে, জারজ সন্তানের মত চিৎকার করবে।

সমাপ্ত

shottershondhane.com